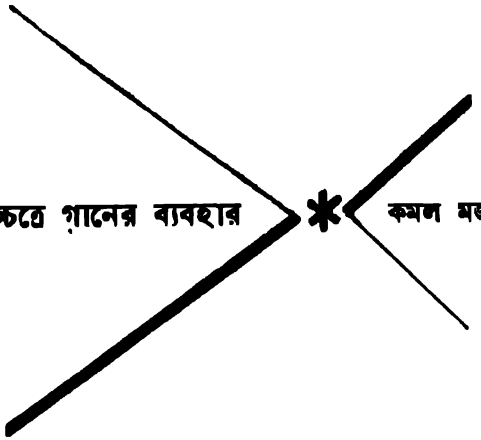

এ-দেশটার মতো এমন গান পাগলা দেশ আর কোথাও নেই। ইস্কুল যেতে যেতে সারা পথ হিজিবিজি কথার ফাঁকে ফাঁকে, এ-গলা সে-গলায় সরু মোটায় মিহিতে মিলিয়ে মিশিয়ে বিচিত্র সুরের রেশ; স্নান-ঘরে ছোট বোনের গলা যখন রিনরিন করে, সারা বাড়িতে ঢেউ তুলে উপর থেকে বড় বোন গুনগুন করতে করতে নেমে আসে নিচে। পাশের বাড়িতে তখন কেউ প্রাণপণে চিৎকার করে রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। কি সুন্দর সকাল হয় এদেশে! মাটিতে তখনো আবছা আঁধার। বাড়ির দরোয়ান, ঠাকুর-চাকর 'ভজ গোবিন্দ নাম' গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নানে যায় বাড়ির পাশ দিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে। সমস্ত বাড়ির ঘুম তারপর ভাঙে। আবার তারা স্নান থেকে ফিরে আসে রাম-সীতার নাম গাইতে গাইতে। আশ্চর্য আলোয় ভরা এমন ভোর আর কোথাও হয় না। টহলদার গান গাইতে গাইতে আসে :

'রাই জাগো, রাই জাগো
আর কত নিদ্যে যাবে গো ধনী
কালো মানিকের কোলে—'

দুপুরে ভিক্ষে চায় যে লোক সেও খালি গলায় দরজায় দাঁড়ায় না। ভিক্ষে দিয়েও রেহাই নেই, তার গানটিও শুনতে হবে। এ যেন আবদার। আমাদের দেশেই এ আবদার চলে। জীবনে তার দুঃখ আছে; কিন্তু জীবন তারও বড়। জীবন শুধু শহরে নয়, গাঁয়েও। খাল-বিল-নদী ঘেরা গাঁয়ে। এলোমেলো পথে হঠাৎ সাঁকো। সাঁকো মচমচ করে কোমরে ভারি ভারি মাটি-পিতলের কলসী নিয়ে সকাল-সাঁঝে মেয়েরা গুনগুন করে। অনেক ভোমরার মতো শোনায় দূর থেকে, মাঝে মাঝে সরু গলায় হাসি আবার গুনগুন। হয়তো অনেক পুরোনো গাঁয়ের কবির রচনা পুরোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরে গান করে তারা। তবু তারা গান করে। বাস্তবিক অনেক দুঃখ সুখ ছাড়াও আমাদের জীবনই অনেক বড়। নৌকোর মাঝি আমাদের নাম ধরে চেনে, ডেকে বসায় পাটাতনে, হুঁকো তুলে দেয় হাতে, তার পর পৌঁছে দেয় গান শুনিয়ে। লক্ষ্ণৌতে দেখেছি মুলো হাঁকছে গান করে, 'লে লো মুলি ডবল ডবল'। নিজেরই রচিত নিজেরই দেওয়া সুর। এতে আমরা অবাক হই না। বরং গানের আসরেই আমরা সহজ হই। যেখানে গান নেই সেখানে আমাদেরও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আমাদের দেশ ছাড়া সব দেশের লোক আশ্চর্য হবে শুনে, তাদের একমাত্র শোকের জায়গা যে শ্মশান সেখানেও আমরা গান করি। আগেই বলেছি, জীবন আমাদের অনেক বড়। আমরা কথা বলি কম; অর্থাৎ আমরা কম বলায় অনেক বলি। গভীর আমাদের জীবনের সুর তাই কথাও কম, তাই অনেক কথার অবকাশ।

তাই, আমাদের দেশের ছবিতে যে গান থাকবে এ আর এমন আশ্চর্য কি। আমাদের দেশের ছবিতেই তো গান থাকবে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ছবিতেই এতো গান নেই। তারা গানের জন্য, বিশেষ করে গানের জন্যই, আলাদা করে ছবি তোলে; তার নাম দেয় 'গীতি-চিত্র'। তারা গান বলতে বোঝে হয়তো চটুল আনন্দের রূপকে। আমাদের গানে আনন্দের চটুলতাও আছে গভীরতাও আছে; আবার বেদনার অতলস্পর্শী স্তব্ধতাও আছে সুরে। তখন অবাক হয়ে কথা হারায়। তাই আমরা যেখানে-সেখানে যখন-তখন কথার আগে গান খুঁজে পাই। কিছু বা বলি কিছু বা শুনি গানে। আমাদের ছবির এটা নিজস্ব রূপ, একমাত্র রূপ বলতে পারি; যাকে কেন্দ্র করে আমরা ডুবে থাকতে পারি। হোক না হাসির ছবি, হোক সুখের কি দুঃখের, গান আছে কিনা জানতে চাই সবার আগে আমরা; পরিচালনার অভাব হলে ক্ষমা করি, ফোটোগ্রাফী আশ্চর্য না হলেও বসে থাকি, তার পরেও একটা গানও যদি ভালো না হয়, সহ্য হয় না আমাদের।

আমাদের ছবির এই নিজস্ব রূপটাই ভারতীয় ছবির প্রাণ। একথা আমার মতো সকলেই বোঝেন। কিন্তু এই বোঝারও প্রভেদ আছে। অর্থাৎ 'ভালো গান চাই' কথাটা অনেকেই বলেন, কোনটা ভালো গান সে সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা স্পষ্ট নয়। ছবির সব প্রযোজকের মুখেই শুনি, ভালো গান দিতে হবে। ভালো গান বলতে ঠিক যা বোঝা যায় এঁরা যে তা বোঝেন না, এঁদের ছবির গান শুনলেই তা বোঝা যায়। তবে ভালো গান কি? ভালো গানে কি শুধু ভালো সুর থাকবে? শুধু কথা ভালো হবে গানের? না। উপরন্তু, ভালো গানে ভালো সুর বা ভালো কথা তো থাকবেই, আরো কিছু থাকতে হবে ভালো গানে। সে হচ্ছে এ দুইয়ের মিলন অর্থাৎ কথা ও সুরের সাযুয্য। মনে হবে না এ গানে সুর আছে কথা নেই; আবার শুধু ভালো কথা ভালো গানের একমাত্র লক্ষ্য হবে না। রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ মানতে পারি। আমাদের দেশের প্রযোজকরা এবিষয়ে এখনো যথেষ্ট সচেতন নন। ভালো গানের অর্থ এঁরা একেবারে আলাদা করে তৈরি করেছেন। কোনো গান হিট্ করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সেইদিকে শুধু লক্ষ্য গেছে। গানটি আদৌ গান হল কিনা, এ প্রশ্নের বালাই নেই। যে গান হিট্ করল না তার দাম নেই। ফলে বেশির ভাগ শুধুই হিট্‌যোগ্য গান হচ্ছে। (মনে হয় একই কারণে, প্রায় প্রত্যেক স্টুডিওতে অনেক পোষা লোক আছেন যাঁরা এঁদের ফরমাসী গান লেখেন। একটুও দ্বিধা না করে তাঁরা এমনও লেখেন, যেমন — 'মাধবী রাত, বকুল লগন', কিম্বা 'ফিক করে চাঁদ উঠল সই'। সুরও তৈরি আছে, লাগিয়ে দিলেই হল।) ফরমাসী লেখকের লেখা গানই একমাত্র ত্রুটি নয়। এই ত্রুটি থেকে মুক্তি পেতে হলে সঙ্গীত-পরিচালকের দায়িত্ববোধ জেগে ওঠা উচিত। অবাক লাগবে শুনলে, সঙ্গীত-পরিচালকও খুঁজে বার করা হয়, যাঁরা হিট্-যোগ্য সুর দিতে পারবেন।

সঙ্গীত-পরিচালকের কাজ শুধু কোনো একটি কি দুটি গানে ভালো সুর দিতে চেষ্টা করা নয়; আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করে তোলাই তাঁর দায়িত্ব। যে সুর ব্যঞ্জনা গোটা কাহিনীকে ধরে রাখবে পিছন দিক থেকে; কাহিনীর কাঠামোর কাজ করবে আবহসঙ্গীত। কিন্তু এই ব্যাপারে এখনো সঙ্গীত-পরিচালকরা উদাসীন তো বটেই, কোনো প্রযোজকও এর মূল্য দেন না। তাই কোনো ছবিতে দেখি কাহিনীর কোনো সংযোগ না রেখেই হঠাৎ সানাই পোঁ পোঁ করে পূরবী বাজায়। অথবা ফোনটা বেজে ওঠে। কোন যন্ত্রে কেমন আওয়াজ, কোন যন্ত্রে কেমন রাগ ভালো শোনায় বা শোনায় না এদিকেও লক্ষ্য নেই। যেমন শ্রী রাগ সেতারে বাজানো বা বাঁশিতে তোলা কঠিন; সাধারণ হাতে এ রাগের রূপ আসে না। তাই সেতারে অথবা বাঁশিতে এ রাগ বাজানোর চেষ্টা হলে বেখাপ্পা শোনায়। আর তান, তান সারেঙ্গীতে খুব ভালো আসে। এগুলো একটু মনোযোগী কান বুঝতে পারবে। কিন্তু এই সাধারণ বিচার-গুলোকে যখন এঁরা ভুল করেন তখন বলার কথা থাকে না। শ্রুতিকটু কিছু সুর দিয়ে এঁরা ভাবেন আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য গান, কোনো একটা কি দুটো গান নিয়ে মাথা ঘামান এঁরা। হয়তো কারো সুরে কোনো একটা গান বাজারে বেশ সাড়া ফেলেছে, তিনি রাতারাতি বড় সঙ্গীত-পরিচালকের শ্রেষ্ঠ আসনটি পেয়ে গেলেন। পাঞ্চোলী আর্টস-এর নাম করা সঙ্গীত-পরিচালক আবদুল হায়দারের 'তু কোন্ সে বাদিল মেরে' গানটি ভালো হয়েছিল, সে গান আজ অনেকেরই মনে আছে। কিন্তু তাঁরই পরিচালিত আবহসঙ্গীত যে কত নিম্নশ্রেণীর হতে পারে, তা সত্যি ভাবা যায় না। এ দোষ প্রায় সব সঙ্গীত-পরিচালকের মধ্যেই আছে। 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' গানটির সুর দিয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। তাঁর নাম-ডাক আছে আমাদের দেশে, প্রবাসেও। গানটির সুর ভালো হয়েছিল, আশ্চর্য জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। কিন্তু তিনিও এ দোষ থেকে মুক্ত নন। তাঁর আবহসঙ্গীত মূল কাহিনীকে অনেক বারই ধরে রাখতে পারেনি, বিচ্যুত হয়েছে সম্বন্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে মূল গল্পের।

জনপ্রিয় সঙ্গীত-পরিচালক আমাদের দেশে অনেকে আছেন; তাঁরা গানকে জন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় করে তুলতে হয়তো অনেক উপায়ই বেছে নেন। কোন উপায় বাছেন অবশ্য জানা নেই আমাদের। তবে তাঁদের কাজ থেকে এটুকু স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁরা অগণিত জনগণের পছন্দের দিকেই জোর দেন সবচেয়ে বেশি। কোন গান তারা পছন্দ করে, আগে কি ধরনের গান তাদের ভালো লেগেছে ইত্যাদি। অবশ্য, এই 'লোকে 'কোন গান চায়' কথাটা বিশেষভাবে তখনই কোনো সঙ্গীত-পরিচালকের মনে প্রবল থাকে যখন তিনি চিত্রজগতে নতুন আসেন। কেননা তখনো তিনি দেশগত এই পছন্দের সঙ্গে একেবারে বিচ্যুত হতে পারেন না। প্রথম প্রচেষ্টায় তাই তাঁদের গান জনপ্রিয় না হলেও কিছুটা নিজস্ব ছাপ নিয়েই সাধারণের সামনে উপস্থিত হয়। আর যদি তাঁর কপালগুণে সে গান কোনো ভালো গলায় গাওয়ানো হয় তাহলেই সে গান হিট্ করে।

সিনেমায় এই সস্তা হাওয়ার আমদানি খুব বেশিদিনের নয়। কিছুদিন আগেও বিশুদ্ধ রাগ-রাগিনীর স্থান সিনেমাতেও ছিল। ছোট খেযাল বা ঠুংরি গাওয়া হত। বম্বে টকিজ-এর সরস্বতীবাঈ গৌড় সারেঙ, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি তাঁদের ঘরওয়ানা ঢঙে ও কথায় গেয়ে গেছেন। 'দামিনী দমকে ডর মোহে লাগে', বা 'ঝুঁকি আই রে বাদরওয়া সাবন কি' ইত্যাদি গান তাঁরা কোনো সঙ্গীত আসরে যেমন গান, তেমনি গেয়েছেন। ইদানিং কদরপিয়ার কিছু ঠুংরি মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। 'বাবুল মেরে নাইহারে ছুট যা'-র মতো দামি ভৈরবী ঠুংবী সাইগলের গলায় আমরা পেয়েছি। এ গানগুলি বাজারে চলেছিল। এই সঙ্গীত যেমন সিনেমায এল, তেমনি ভজনের নামে, কীর্তনের নামে লোকসঙ্গীতও এল সিনেমায়। লোক-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা স্বভাবতই বেশি। কেননা দেশেব সঙ্গে সম্পর্ক তার নিকটতম। ফলে রাগপ্রধান ও লোকসঙ্গীতেব মধ্যে ঘুবতে লাগল সিনেমাব গান, আবার দুটো নানাভাবে মিশে একটু অদ্ভুত আকারও পেল।

তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীত-পরিচালকে আজ প্রায় সব স্টুডিও ভর্তি। এ'রা চতুর; লোকে কি চায় তারই উপর নির্ভর করে এ'দের সব নির্বাচন। কি চায় বলতে বোঝায়, চলতি ছবিগুলিব ভিতর কেবল গান শোনবার জন্য লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় রোদে পুড়েছে, জলে ভিজেছে, কোন গান গলায় তুলতে গিয়ে সুখলাল এক হাজার পাঁচ শো বিড়ির জায়গায মোটে পাঁচ শো বিড়ি বেঁধেছে। এই ধরনের গান সামনে ফেলে নতুন ছবির গান, শুধু গান কেন, প্রায় সমস্ত ছবিরই ছক কাটা হয়। তবু প্রথমে কয়েকটা ছবি উতরে গেলেও তার পর মুশকিল হয়। হয়েছেও তাই। আজকাল অদ্ভুত রূপ ধারণ করেছে ছবিগুলি, গানগুলিও। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রায় সব ছবিতেই দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ধৈর্য; একই গানের একটু অদল-বদল শুনে-শুনে মন পীড়াগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। এগানের একটা লাইনের সঙ্গে আর একটা গানের আর এক লাইন জুড়ে একটা অদ্ভুত খিচুড়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈরি করা হয়েছে। সুরও এটা থেকে ওটা থেকে নিয়ে বসানো হয়েছে। নতুন গান নতুন কথায় ও সুরে কোথাও শোনা যাচ্ছে না।

'অছুত কন্যা'-র 'বনকে চিড়িয়া'-র মতো বাজে কথা ও সুরের গান আমাদের দেশে বেশ হিট্ করেছিল। আবার 'শেষ উত্তর'-এর 'এ চাঁদ বীত্ না যানা' গানটার সুর ও কথার দিকে তবু দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল বোঝা যায়। স্নেহপ্রভার 'নদী কিনারে হো তারে ভরি রাতরে তারে ভরি রাত' অথবা খুরশিদের 'কিথ্যে যাউরে মন ও মন' ইত্যাদি, লীলা চিটনিশের 'জল ভরনে চলি রি গুঁইয়া'—এ গান-গুলো পর পর লক্ষ্য করলে বোঝা যায় আমাদের দেশে মন ও রুচি এখনো তৈরি হয়নি। যদি হত তাহলে খারাপ ও ভালো দু'রকমের গানই এক সঙ্গে বাজারে প্রচলিত হত না। এরই ভিতর কোনো ছবিতে 'অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে নারিনু ঘরে'-এর মতো আশ্চর্য কথা ও সুর যখন শোনা যায়, তখন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা প্রশ্ন, এগান কারো ভালো লাগলে, 'জেরা জলদিসে তালা লাগালে'-র মতো গান কি করে কারো রুচিকে স্পর্শ করতে পারে? পারে তখনই, কারো কোনো রুচির বালাই যখন তৈরি হয়নি। তারপর বিদেশী গান থেকে কিছু নোংরামিও এসেছে। জায়গা হোক না হোক গানের কোথাও-না-কোথাও হো হো করে চেঁচিয়ে ওঠা চাই। দর্শকরা এতেও প্রতিবাদ জানাতে ভুলে যান একই কারণে।

গান আমরা ভালোবাসি, অক্রান্ত খাটুনির তিক্ততার ভিতরে আমরা জুড়িয়ে নিই গান গেয়ে; গান শুনতেই যাই সিনেমা; কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে ভালো গান আমরা সবচেয়ে কম শুনি। ভালো কি খারাপের তফাত বোধ নেই। আমাদের নিজস্ব ধারণা গঠন হয়নি। তার কারণ এখনো সঙ্গীত-পরিচালকেরা কেবল ফাঁকি দেন বলে। আবার দর্শকও প্রতিদিন বাড়ছে। কাজেই এই ফাঁকিগুলিকেই গ্রহণ করবার জন্য প্রতিদিনই নতুন লোক কিছু না কিছু আছেই। তারা একেই সুন্দর বলে মেনে নিচ্ছে। সকলের প্রত্যাখ্যান পাওয়ার আঘাত চট করে তাই আসছে না। কিন্তু এই ফাঁকিতে শুধুমাত্র দর্শককে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তা নয়, আমাদের দেশের গানেরও গলা চেপে ধরা হচ্ছে। পুরোনো ছবিতে আমরা কিছু ভালো গান শুনেছি। আজও সেসব গান লোকের মনে আছে; সেই সুরে সম্পূর্ণ গানটাই লোকে গায়। কিন্তু আজকাল তাও পাওয়া যাচ্ছে না। আজকাল চলতি ছবির একটা-আধটা লাইন ছাড়া কেউ মনে রাখতে পারে না। কেউ গায় না। কারণ, শুধু ভালো গান যে হচ্ছে না তা নয়, সমস্ত গানেই আজে-বাজে বাজনার ভিড় থাকাতে গানের কোনো রূপই প্রকাশ পায় না।

ছবিতে গানের পরিস্থিতির কথা মনে হয় ভাবাই হয়নি। ধরা গলায় কোনো কথা বললে দর্শক ভাবেন প্রেম হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি গানও যে শুনবেন নায়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা নায়িকার গলা থেকে এটাও তাঁরা আগে থেকেই জানেন। ঠিক এই পরিস্থিতির মতো গানের অন্য সব পরিস্থিতিগুলোও বাঁধা; তার বাইরে গান গাওয়ানো যায় না। কিন্তু এই বাঁধা পরিস্থিতি থেকে বার হতে না পারলে গানের ভবিষ্যৎ নেই। সে জন্য চাই ভালো কাহিনী। কাহিনী ভালো হলে, এই ধরা-বাঁধা পরিস্থিতিকে উৎরে গান যে কোনো স্থানেই স্থান পেতে পারে। এই প্রসঙ্গে, নবীন সেন গিরিশ বাবুকে একখানি ভালো চিঠি লিখেছিলেন। গিরিশবাবু তাঁর রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের মৃত্যুর পর লুৎফার মুখে একটি গান জুড়ে দিয়েছিলেন। নবীন সেন তাঁকে অত্যন্ত প্রশংসা করে লেখেন, 'তুমি সাহসের পরিচয় দিয়েছ...যা আমি পারিনি।' গানের সঙ্গে গল্পের সম্বন্ধ যে কি আশ্চর্য তা আমরা উপলব্ধি করতে পারব এ কথা থেকে।

ধরা যাক, একটি ছেলে বা মেয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। সানাই শোনা যাচ্ছে। এখানে নাটকের প্রায় অনেকখানি বলা হল। সানাই শুনে, ছেলেটিকে বা মেয়েটিকে দেখে কেউ সহজেই ভাবতে পারেন প্রিয়জনের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এখানে মন কথা চায় না, চায় গান। গান সমস্ত ব্যথাকে তুলে ধরে। যদিও এদৃশ্য আমাদের পরিচিত. আমাদের পূর্বেও পরিচিত ছিল, তবু গান এই পরিচিত পরিস্থিতির ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা, যে কোনো পরিস্থিতির বাইরের রূপ এক হলেও তার ভিতরের রূপ বদলায় কালে। ভিতরের এই রূপটি হচ্ছে আমাদের মন। আমাদের মন বদলাবে, বদলাচ্ছে। আমাদের চারপাশের যা কিছু তা আমরা প্রতিদিন নতুন করে দেখি। তাই একই পরিস্থিতির ভিতরে থাকে নতুন সমস্যা, যে সমস্যা সেই কালের। অর্থাৎ গল্প বা নাটক যদিও কোনো দেশীয় সমস্যাকে যে কালে বড় করে রূপ দেবে, হয়তো সে সমস্যা পূর্বেও ছিল, কিন্তু তার রূপ একান্ত সেই কালেরই। তাই প্রয়োজন দেশকে বোঝা, সম্যকরূপে বোঝা। দৃশ্য সুখের হোক দুঃখের হোক, গান সমস্ত গল্পকে জড়িয়ে সেই মুহূর্তের বেদনাকে জানাবে; কারো মনের অনেক কথার শিখণ্ডী হয়ে একা দাঁড়াবে। একদিকে সে আত্মার বৃত্তিকে বোঝাবে, অন্যদিকে গল্পের সূত্রকে ধরে রাখবে। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'শাপমুক্তি'-র 'একটি পয়সা দাও গো বাবু' অথবা 'শেষ উত্তর'-এর 'রুমঝুম নূপুর পায়ে বাজে গো বাজে' গানগুলির তবু পরিস্থিতির সঙ্গে মিল আছে। ভালো লাগে তাই শুনতে। কয়েকটি হিন্দী ছবির কয়েকটা গান এরকম ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তবু আমরা এখনো ধরা-বাঁধা পরিস্থিতিকে ডিঙ্গোতে শিখিনি। ভিখারীর মুখে গান গাওয়ানো ছবিরও চলতি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো, বেশির ভাগ ছবিতে দেখা যায়, গল্পের পরিণতির আগেই গানে এসেছে পরিণতি। গান দেওয়ার ভিতরে যে খাটুনী আছে, অনেক পরিশ্রম ও চিন্তা আছে, এ বোঝা যায় না। দিতে হবে গান তাই দেওয়া। তাই দেখা যায় সাঁওতালী নাচে সাঁওতালী ঝুমুর নেই। অনেক ভালো গানকে এভাবেও নষ্ট করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো, বিদেশী ছবিকে শুধুই নকল করতে গিয়ে ভালো কিছু আমরা পাইনি। আমাদের মনে রাখা দরকার আমাদের রিয়্যালিটি আলাদা। কণ্ঠসঙ্গীত ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমাদের গানের ট্র্যাডিশন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিদেশীদের থেকে। ছবিতেও তাই আমাদের প্রধান অবলম্বন এই কণ্ঠসঙ্গীত। এই অসুবিধা আছে, তাই, অর্কেস্ট্রার সঙ্গে আমাদের গান চাপা পড়ে; রূপ পায় না। আমাদের বাজনা থাকে গানের পিছনে, গানকে আঘাত না করে। রবীন্দ্রনাথ এর একমাত্র উদাহরণ। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আমরা জীবনে উপলব্ধি করেছি তাই সে গান ভালো। তাঁর কথা গভীর সুরকে ছুটি দিয়ে, ছোট সুরকে ধরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তাঁর কথা ও সুরের এমন সঙ্গম আমরা আর কোথাও দেখি না। আমাদের দেশে যে রাগ-রাগিনীর সৃষ্টি হয়েছিল একদা, রবীন্দ্রনাথ আরো দুটো রাগ বাড়িয়ে যাননি। বরং সেই রাগ-রাগিনীগুলিকেই নতুনভাবে মিশিয়েছেন তাঁর অনুভবের সঙ্গে। বেহাগের সঙ্গে বাউল মিশিয়ে বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করেছেন। তেমনি, সুরের সঙ্গে মিলিয়ে, রাগ-রাগিনীর রূপগুলিকে অনুভব করে, কথাও সৃষ্টি করতে হয়েছে তাঁকে। বেহাগ মধ্যরাতের সুর; অত্যন্ত বেদনার আভাস এই সুরে। একটি গানে তাঁর কথা হল, 'আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে, আসবে যদি শূন্য হাতে'। তাই তাঁর গানে দেখি কথা ও সুরের মাঝে শত্রুতা নেই। স্বামী-স্ত্রীর মতো তারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। 'রবিছায়া'-র ভূমিকায় মিত্র মহাশয় ঠিকই লিখেছেন, 'ভালো গানের অভাব দূর হল'।

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের গানেরই সম্ভার বাড়ালো। বাঙলার সমস্ত গানের রেশই তাঁর গানে পরিষ্কার। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গমকের ব্যবহারও যে এমন অপূর্ব হতে পারে রবীন্দ্রনাথের আগে কে তা জানত! অথচ তিনি গ্রহণ করেছেন সব ক্ষেত্র থেকেই কিছু-না-কিছু, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই; বেশিকে সরিয়ে দিয়েছেন বিনা দ্বিধায়, অপ্রয়োজনীয় বলেই। রবীন্দ্রনাথ তাই একালের হয়েও সর্বকালের, সর্বজনের।

পুরোনোকে নতুন ছাঁচে ঢালবার এই উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ থেকেই আমরা পেয়েছি। 'বসন্ত' ছবিটির কতকগুলি গান জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সেগুলো এদেশের একদা চলতি পুরোনো গান। কাজেই, সমস্ত গানকেই সময়ের অর্থাৎ বর্তমান কালের রূপ পেতে হবে। একালের অনুভবকেই সুরের ও কথার ভিতর দিয়ে তুলে ধরতে হবে। কবি জয়দেবের গান তাঁর নির্দেশ মতোই গাওয়া হত শুদ্ধ রাগ-রাগিনীতে। কালে তা বদলেছে; কীর্তনীয়ারা নিজেদের ঢঙে গেয়েছে। গানের রূপ তাই বদলাতে পারে। নিধুবাবু, গোপাল উড়ের টপ্পা, নানা ধরনের কীর্তন, মনোহরসাঁই, এগুলোকে ভেঙে আবার তৈরি করা প্রয়োজন। গানের রূপ না বদলালে গান ভাষা পাবে না কারো মনে। ছবির গান সম্পর্কেও এই কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~